দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ॥ কয়েক দিনের মধ্যেই আসল লোক ধরা পড়বে

সংসদ রিপোর্টার ॥ শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক জাতীয় সংসদে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নকল হওয়ার ঘটনা স্বীকার করে বলেছেন, 'পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে'। তবে পত্রিকায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে দিয়ে জাতির ক্ষতি করা হয়। এজন্য ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইনে তিনটি পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বুধবার তিনি সংসদে তিন শ' ধারায় বক্তৃতা করছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য প্রায় উদঘাটিত হয়েছে। এর মধ্যে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শীঘ্রই আসল লোককে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও কিছু কিছু স্থানে গোলযোগ হয়েছে। পরীক্ষায় নকল হয়েছে। এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকার সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে। এজন্য শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা প্রয়োজন।

জাতীয় সংসদের অধিবেশন আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় আবার বসছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টায় ডেপুটি স্পীকার আবদুল হামিদ সংসদের অধিবেশন মুলতবি করেন।

শিক্ষামন্ত্রী এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, ১৬ তারিখ থেকে পাঁচটি বোর্ডের অধীনে সারা দেশে ৮৪৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ১৭ এপ্রিল কোন কোন পত্রিকায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় চট্টগ্রামের মীরসরাই এবং সীতাকুন্ডে এই ঘটনা ঘটে। জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ২ জনকে গ্রেফতার করেছে এবং এই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন যাতে প্রচার হতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ১৮ এবং ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রামের কর্ণফুলী পত্রিকা এবং কুমিল্লা বার্তা

(১১ পৃষ্ঠা: ৫-এর কঃ দেখুন)

পরিস্থিতি মোকাবিলায়

(প্রথম পাতার পর)

প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে দেয়, যা মূল প্রশ্নের অনুরূপ। ২০ তারিখে ঢাকার পত্রিকা মুক্তকণ্ঠ আরও একটি প্রশ্ন ছাপিয়ে দেয় এবং তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশেও প্রচার করে। ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইনে এটি অপরাধ। কারণ এই প্রচারে পরীক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়েছে। গোটা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনার পরে ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ড তিনটি পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। মামলার প্রেক্ষিতে গ্রেফতার হয়েছেন তিন জন যাঁরা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা সত্য কিন্তু পত্রিকায় তা ছাপিয়ে দেয়া সমীচীন হয়নি। ফাঁস হওয়ার ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশ করতে বাধা নেই। এতে সরকার উপকৃতই হয়। কিন্তু পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে প্রশ্নপত্র ছাপানোর অপরাধে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার দু'টি সম্ভাব্য পথের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রথমত বিজি প্রেসের কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মচারী, দ্বিতীয়ত পরীক্ষা কেন্দ্র। এছাড়া বোর্ডের চেয়ারম্যান পর্যন্ত জানেন না কি প্রশ্ন ছাপা হচ্ছে, কোনটি দিয়ে পরীক্ষা হবে। আমরা রহস্য উদঘাটনে প্রায় সফল হয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা আসল লোককে ধরতে পারব।